বৈজ্ঞানিকভাবে
উন্নত জাতের মটর চাষ
(SCIENTIFIC CULTIVATION OF HIGH YIELDING PEA VARITIES)

ভাকৃঅনুপ
ICAR

ICAR - RCNEH

কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র

ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ
বীরচন্দ্রমনু, দক্ষিণ ত্রিপুরা - ৭৯৯ ১৪৪

মটর পৃথিবীর খুবই জনপ্রীয় একটি শীতকালীন ডাল যেটি সব্জি হিসাবেও গ্রহণ করা হয়ে থাকে। মটর বেশ পুষ্টিকর লিগোমিনেসি-এর অন্তর্গত একটি ফসল। সবুজ মটর সব্জি হিসাবে এবং শুকনো মটর ডাল হিসাবে প্রচলিত। ভারতবর্ষে মটরচাষ হিমাল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, কর্ণাটক এবং বিহারের মতো রাজ্যে বিশেষভাবে হয়ে থাকে। মটরে যথেষ্ট পরিমানে শর্করা, প্রোটিন ও বিভিন্ন খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। তাছাড়াও সবুজ সার ও পশুখাদ্যের জন্যও মটর চাষ করা হয়।

প্রথম মসুমে লাগানোর জাত ঃ আসৌজি, আর্লি সুপার্ব, আরকেল, লিটল মার্বেল, আলাস্কা, জওহর মটর ৩ ও ৪, পন্ত মটর, হিসার হরিত প্রভৃতি প্রথম মসুমে লাগানোর জন্য ভাল জাতের মটর।

উন্নত জাত ঃ

- ❑ **পি জি-৩ ঃ** ছোট আকারের গাছ, ১৩৫ দিনে ফসল তোলা যায়। পোকার আক্রমণ কম হয়। রান্নার জন্য উন্নত মানা হয়।
- ❑ **পাঞ্জাব-৮৮ ঃ** এটি ১০০ দিনের মাথায় ফসল তোলার উপযোগী। কানি প্রতি ৭০০ কেজির উপরে ফলন হয়।
- ❑ **ফিল্ড পি-৪৮ ঃ** মাঝারি আকারের গাছ ও কানি প্রতি ১০৫০ কেজির মত ফলন পাওয়া যায়।
- ❑ **এপি-৩ ঃ** এটি যদি অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত লাগানো যায় তাহলে ১২৫০ কেজি মতো ফলন পাওয়া যায়।
- ❑ **মিঠি ফলি ঃ** এটি অধিক প্রোটিনযুক্ত এবং মিষ্টি জাতের মটর। ফলন কানি প্রতি ১৮০০ কেজি।
- ❑ **মটর এজেটা-৭ ঃ** এটি ৭০ দিনের মাথায় ফসল তোলার যোগ্য হয়। ফলন কানিপ্রতি ১২৮০ কেজি।
- ❑ **পাঞ্জাব-৮৯ ঃ** ৯০ দিনের মাথায় ফসল তোলার যোগ্য। অধিক ফলনশীত জাত। ফলন কানি প্রতি প্রায় ২৪০০ কেজি।
- ❑ **প্রকাশ ঃ** ডাল জাতীয় মটর হিসাবে জনপ্রিয়।
- ❑ **আরকেল ঃ** সব্জি জাতীয় মটর হিসাবে জনপ্রিয়।

মধ্যম মসুমে লাগানোর জাত ঃ বনভিল, জওহর মটর-১ ও ২, পন্ত উপহার, ওটি-১, জওহর মটর-৮৩ ও ১৫ প্রভৃতি মধ্যম মসুমে লাগানোর ভাল জাত।

মাটি ও জমি ঃ জল নিকাশের সুবিধাযুক্ত দোঁয়াশ মাটিই মটরের উপযোগী, বেলে দোঁয়াশ ও এঁটেল দোঁয়াশ মাটিতে মটর বোনা যায়। ৩-৪টি চাষ ও মই দিয়ে মটরের জমি তৈরি করুন। জমি সঠিকভাবে লেভেল করে নিতে হবে যাতে জমিতে জল না জমে। বীজ বপনের আগে জলসেচের ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো অঙ্কুরোদ্গমের সম্ভাবনা থাকে।

বোনার সময়ঃ ত্রিপুরাতে অক্টোবরের শেষ কিংবা নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে বীজ বোনলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। কিন্তু কৃষক প্রথম মসুম তথা অক্টোবরের মাঝামাঝিতে বীজ বোপনের মাধ্যমে তাড়াতাড়ি ফসল তোলে অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারেন।

বীজের হার ঃ ৬০-৭০ কে.জি. প্রতি হেক্টরে।

বীজ শোধন ঃ প্রতি কে.জি. বীজ ৩ গ্রাম থাইরাইম বা ২.৫ গ্রাম কার্বেনডাজিম দিয়ে শোধন করুন।

বীজ বপন ঃ বীজ ছিটিয়ে বুনুন অথবা সারিতে (১২ ইঞ্চি শ্র ৪ ইঞ্চি) বুনুন। যদি শেষ মসুমে চাষের জাত হয় তাহলে ২৪ ইঞ্চি শ্র ৪ ইঞ্চি সারিতে বুনতে হবে। বীজ মাটির উপর থেকে প্রায় ১-১৫ ইঞ্চি নীচে বুনতে হয়।

সার ঃ ইউরিয়া-৭ কে.জি. প্রতি কানিতে, সুফার ফটফেট-৪০ কে.জি. কানিতে, জীবানু সার ব্যবহার করিলে ইউরিয়া সার কানি প্রতি ৩১/৩২ কে.জি. দিতে হইবে।

পরিচর্যা ঃ লাইনে বোনা মটরের জমিতে ঘাস জন্মালে ২-৩ বার নিড়ানি দিয়ে ঘাস তুলে মাটি আলাদা করে দিলে ফসল ভাল হয়। আগাছা পরিষ্কার করার জন্য রাসায়নিক ব্যবহারও প্রচলিত। পেন্ডামেথেলিন ৪০০ মিলিঃ বা বেসালিন ৪০০ মিলি কানি প্রতি আগাছা পরিষ্কারের জন্য খুবই ভালো। আগাছা মারার রাসায়নিক বীজ বপনের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে করতে হয়।

পোকা নিয়ন্ত্রণ

ক্রমিক নং	অনিষ্টকারী পোকা	আক্রমণের লক্ষণ	নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
১	লিফ মাইনার (Leaf Miner)	● পাতার উপর ছোট সুরঙ্গ তৈরি করে। ● এর আক্রমণে মটরের ফলন ১০-১৫ শতাংশ কমে যেতে পারে।	● Dimethoate ২ মিলি প্রতি লি জলে। ● দরকারে ১৫ দিন পর অন্তর একই ঔষধের মিশ্রণ ব্যবহার করুন।
২	মটরের শোষক পোকা (Thrips and Aphid)	● এই পোকাগুলো কোষের রস শোষণ করে পাতাকে হলুদ বর্ণের করে দেয়।	● Dimethoate ২ মিলি প্রতি লি জলে। ● দরকারে ১৫ দিন পর অন্তর একই ঔষধের মিশ্রণ ব্যবহার করুন।
৩	মটরের ছিলকা (Pod) ছিদ্রকারী পোকা	এই পোকা বটরের বিশেষভাবে ক্ষতি করে মটরের ফুল বা ছিলকাগুলো ছিদ্র করে ২০-৯০ শতাংশ উৎপাদন কম করে দিতে পারে।	● ইমিডাক্লোরোপিড ০.৫ মিলি প্রতি লি জলে মিশিয়ে স্প্রে করুন। ● দরকারে ১৫ দিন পর আবার একই মিশ্রন ব্যবহার করুন।

লিফ মাইনার (Leaf Miner)

মটরের শোষক পোকা Thrips and Aphid

মটরের ছিলকা (Pod) ছিদ্রকারী পোকা

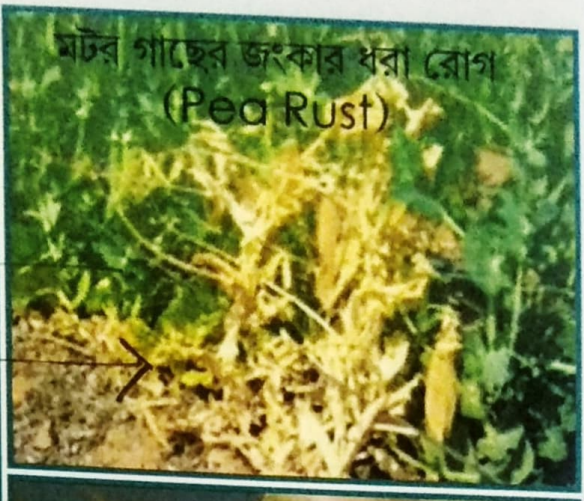

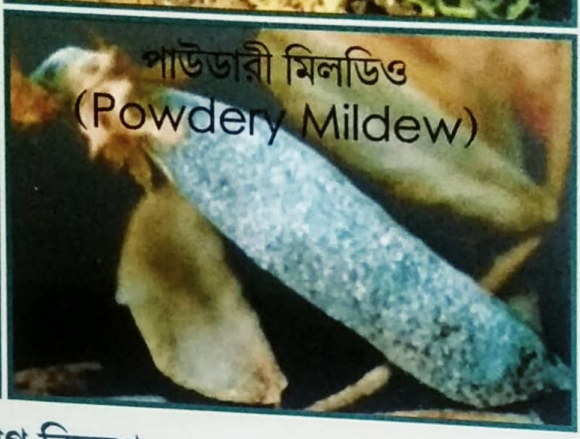

রোগ নিয়ন্ত্রণ

ক্রমিক নং	রোগের নাম	রোগের লক্ষণ	নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
১	ঢলে পড়া রোগ। (Wilt Disease)	মটরের শিকর কালো বর্ণের ও পাতা হলুদ বর্ণের হয়ে গাছটি ২-৩ দিনের মধ্যে ঝিমিয়ে পড়ে।	থিরাম বা কার্বেনডাজিম ৩ গ্রাম প্রতি লি জলে মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে। একই জমিতে মটর বারবার চাষ না করা ভালো। এই রোগ দেখামাত্রই গাছের গোড়ায় ভালোভাবে পরিষ্কার করে কার্বেনডাজিম ৩ গ্রাম প্রতি লি জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ক্রমিক নং	রোগের নাম	রোগের লক্ষণ	নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
২	মটর গাছের জংকার ধরা রোগ (Pea Rust)	হলুদ ও বাদামী রং-এর ছোট ছোট দাগ কাণ্ড, পাতা, ডালা ও মটরের ছিলকায় দেখা যায়।	ম্যানকোজেব ২ গ্রাম প্রতি লি জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। প্রয়োজনে ১৫ দিন পর একই ঔষধের মিশ্রণ আবার ব্যবহার করুন।
৩	পাউডারী মিলডিও (Powdery Mildew)	সাদা পাউডা জাতীয় গুড়া মটর গাছের পাতা, ডালা এবং ছিলকার নিম্নভাগে দেখা যায়। এই রোগ মটর গাছের বৃদ্ধির যেকোন স্তরে হতে পারে। এই রোগের আক্রমণের প্রকোপ বাড়লে গাছের সমস্ত পাতা ঝড়ে পড়ে যায়।	SWPHUR 40Y W/P 2 গ্রাম প্রতি লি জলে স্প্রে করা যায় বা একই প্রক্রিয়ায় কানি প্রতি ৫ কেজি মিশিয়ে দেওয়া যায়।

Acknowledgment :
This extension bulletin has been prepared for farmers under National Food Security Mission (NFSM) on Rice, Pulses and Coarse Cereals : a collaborative programme conducted by KVK, South Tripura during 2018-19. KVK, S. Tripura acknowledges the funding support received from D`epartment of Agriculture, Govt. of Tripura.

Publication No. : 40 **Year :** 2018

Compiled by : Dr. Diganta Sharmah, KVK, S. Tripura
Dr. Biswajit Debnath, KVK, S. Tripura
Dr. P. B. Jamatia, SARS, Govt. of Tripura
Dr. B. K. Kandpal, ICAR for NEHR

Published by : Krishi Vigyan Kendra, S. Tripura
(ICAR Research Complex for NEHR)
P.O. : Manpathar, Birchandra Manu
South Tripura-799 144